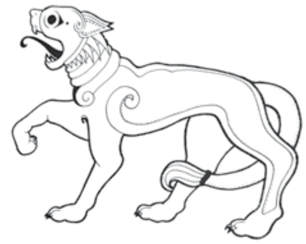
तवकथामृतं तप्तजीवनम्
তবকথামৃতম্ তপ্তজীবনম্

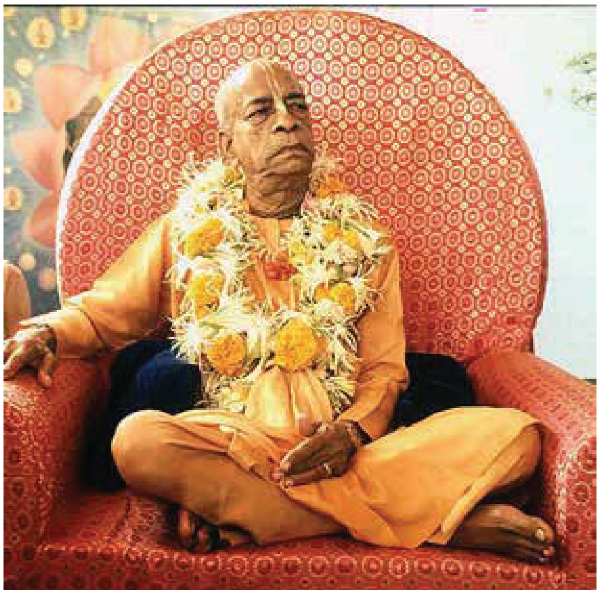
শ্রীকৃষ্ণকথামৃত বিন্দু

গোপাল জিউ পাবলিকেশন্স এর পাক্ষিক ইমেইল ম্যাগাজিন

সংখ্যা : ৪৭৩ | শ্রী মোহিনী একাদশী | ৪ মে ২০২০

বিষয়সূচী





উন্মাদ রামানন্দ রায়

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ
ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

চৈ.চ আদি ১০/১৩৪ (তাৎপর্য)

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১২০-২৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বলীলায় রায় রামানন্দ ছিলেন অর্জুন। তাঁকে ললিতাদেবীর অবতারও বলা হয়। আবার কারও মতে তিনি হচ্ছেন বিশাখাদেবীর অবতার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে তাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "যদিও আমি সন্ন্যাসী, তবুও প্রকৃতি দর্শনে আমার চিত্ত কখনও কখনও বিচলিত হয়। কিন্তু রায় রামানন্দ এতই সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন যে, নারীর অঙ্গ স্পর্শ করলেও তাঁর চিত্তে কোনো বিকার হত না।" এভাবেই নারীর অঙ্গ স্পর্শ করার অধিকার একমাত্র রায় রামানন্দেরই আছে। অন্য কারওই তাঁকে অনুকরণ করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু পাষণ্ডী রায় রামানন্দের কার্যকলাপের অনুকরণ করে। তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শেষলীলায় রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহযুক্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করার জন্য নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উপযুক্ত শ্লোক আবৃত্তি করতেন। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে যান, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন, কেন না শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের মাধুর্যপ্রেম তাঁর মতো এত গভীরভাবে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় গোদাবরী নদীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁদের সুদীর্ঘ আলোচনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষার্থীর ভূমিকা অবলম্বন করে প্রশ্ন করেন, আর রায় রামানন্দ তার উত্তর দেন। তাঁদের সেই আলোচনার চরমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "রামানন্দ, তুমি আমি উভয়ই হচ্ছি উন্মাদ, তাই আমরা সমতুল্য। "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে রাজকার্য ত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে যেতে নির্দেশ দেন। প্রতাপরুদ্র রাজা বলে যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন দান করতে অস্বীকার করেন। তবুও রামানন্দ রায় একটি বৈষ্ণব পরিকল্পনার মাধ্যমে মহাপ্রভুর সঙ্গে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার ঘটান। সেই বর্ণনা মধ্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ৪১ থেকে ৫৭ শ্লোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রথযাত্রা দিন কীর্তনান্তে জলকেলির সময় রায় রামানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও সনাতন গোস্বামীকে সমান বৈরাগ্য ভাবাপন্ন বলে মনে করতেন, কেন না রায় রামানন্দ

যদিও ছিলেন রাজকর্মচারী গৃহস্থ আর সনাতন গোস্বামী ছিলেন জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন সন্ন্যাসী, তবুও তাঁরা দুজনেই ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক এবং তাঁরা যা কিছু করতেন তা সবই ছিল কৃষ্ণকেন্দ্রিক। ভগবৎ-প্রেমের সব চাইতে নিগূঢ় তত্ত্ব সে সাড়ে তিনজন ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আলোচনা করতেন, রায় রামানন্দের ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রায় রামানন্দের কাছ থেকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুবল যেভাবে সর্বদা কৃষ্ণলীলায় রাধা-কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করতেন, রায় রামানন্দ ঠিক তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণবিরহে সহায়তা করতেন। রায় রামানন্দ ছিলেন জগন্নাথ- বল্লভ- নাটকের রচয়িতা।



মুরারি দাসের চিত্রকর্ম ॥ ১৬ শতক ॥

শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহিমা

লেখক- অজ্ঞাত

জয়রে জয়রে জয়   পিরীতি রত্নালয়
রাম রায় রসের সাগর
আপনি চৈতন্য যাহে   মনো সাধে অবগাহে
রসোন্মাদী নাগরী নাগর ॥

– রসের সাগর, প্রেমের খনি শ্রীরাম রায়ের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বেচ্ছায় সেই সাগরে অবগাহন করেন। সে রস আস্বাদনে তারা যেন নাগরী -নাগর।

গৌর প্রেম রস ঘন   ভবানন্দ নন্দন
জয় জয় রামানন্দ রায়
আলালনাথ সন্নিধানে   বেঙ্কটপুর নাম গ্রামে
কৃপা করি হৈলা উদয় ॥

– ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দ রায় গৌরপ্রেম রসের ঘন বিগ্রহ। তিনি কৃপাপূর্বক আলালনাথের সন্নিকটে বেঙ্কটপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

[বর্তমানে বেঙ্কটপুর ও আলালনাথ যথাক্রমে বেন্টপুর ও অলারনাথ নামে পরিচিত]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম   শ্রীরাধারমন রাম
তাহারে আনন্দ বিতারিতে
শ্রীবিশাখা সুন্দরী   রামানন্দ নাম ধরি
উদয় হৈলা অবনীতে

– স্বয়ং শ্রীরাধারমন রাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আনন্দ বিধানের জন্য বিশাখা সখী রামানন্দ রায় নাম ধারন করে অবির্ভূত হয়েছেন।

শৈশবে সঙ্গী সনে   রাধাকৃষ্ণ গুন গানে
দু নয়নে প্রেমধারা বয়
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা   বিনে অন্য নাহি খেলা
নীতি নব নিকুঞ্জ রচয়

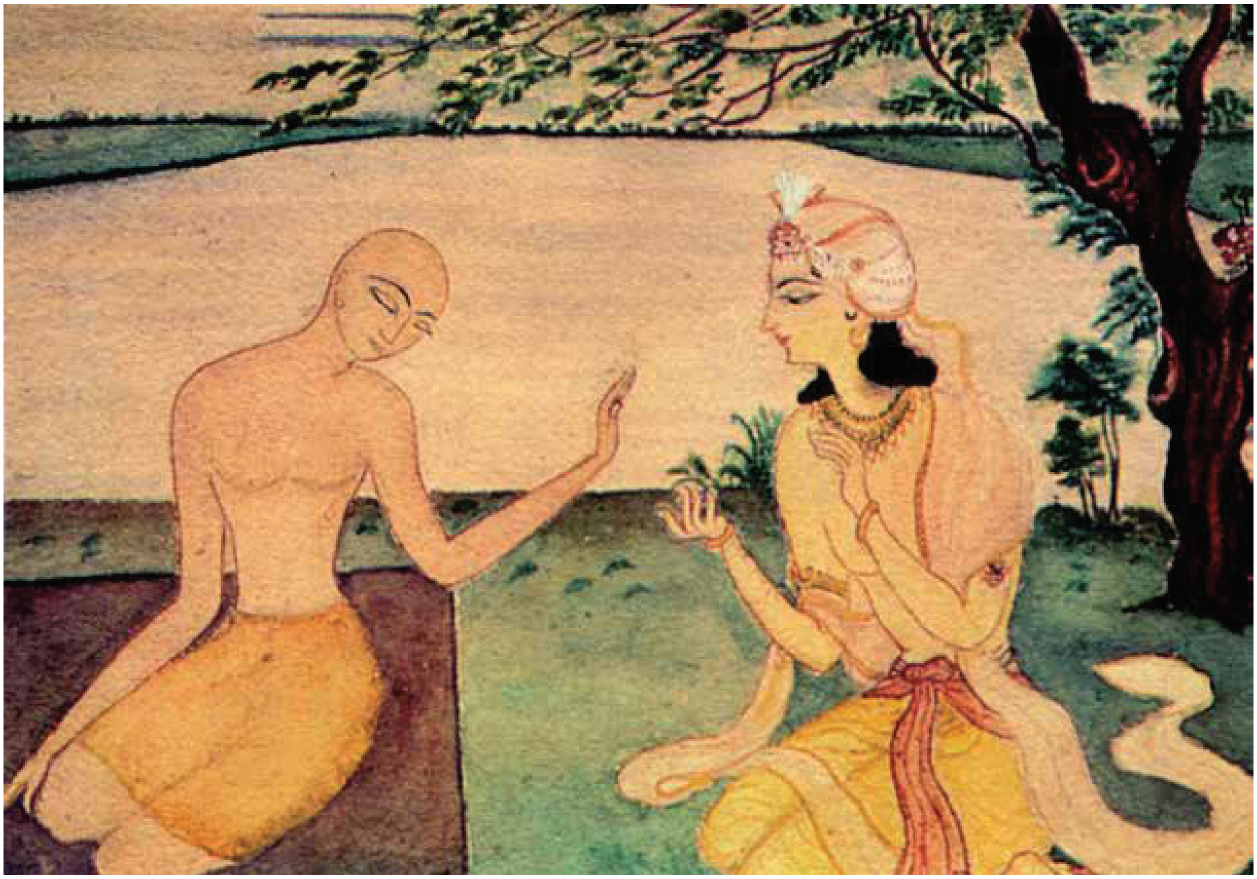
– শৈশবে তিনি যখন রাধাকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করতেন তার চক্ষু হতে প্রেমাশ্রু নির্গত হতো। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলা ভিন্ন তিনি অন্য কোনো শৈশবোচিত খেলাধুলার কথা জানতেন না। তিনি নিত্য নতুন কুঞ্জ রচনা করতেন।

কৈশোরেতে অল্পদিনে   সর্বশাস্ত্র অধ্যয়নে
সুপণ্ডিত প্রধান হৈলা
ভকতি সিদ্ধান্ত খনি   রসিক মুকুট মনি
নিজ গুনে জগত জিনিলা

– যৌবনের প্রারম্ভে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পণ্ডিতদের মাঝে মুখ্যপদ অধিকার করেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি এবং রসিক ভক্তদের মুকুট মনি। নিজের গুণামৃতে তিনি সমস্ত জগত জয় করেছিলেন।

প্রতাপরুদ্র মহারাজ   জানিলেন জগমাঝ
রামানন্দ অপূর্ব রতন
করিবারে রাজ কাজ   যোগ্য নাহি সভা মাঝ
রাজ্য ভার করিলা অর্পন

– রাজা প্রতাপরুদ্র রামানন্দের মতো অপূর্ব রতনকে চিনতে পেরে একটি রাজ্যের শাসনভার অর্পন করেন।



॥ চিত্রকার: অজ্ঞাত ॥

॥ গোদাবরী নদীর তীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায় ॥

একদিন শুভক্ষনে গোদাবরী নদী স্নানে
আইলেন দোলায় চড়িয়া
সঙ্গে পাত্র মিত্রগন চলে বন্দী বাদকগণ
পাঠক পুরোহিত অগ্রে লৈয়া

– একদিন শুভমুহূর্তে রামানন্দ রায় তাঁর পার্ষদ, মন্ত্রী, গায়ক, বাদক ও পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে গোদাবরী স্নানে এলেন।

করি নিত্য কৃত্য স্নান আঁখি মুদি করে ধ্যান
নিজ ইষ্ট শ্যাম নব ঘন
শ্যামরূপ হেরি বারে যতেক যতন করে
তত হেরে গৌর বরণ

– স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আখি বন্ধ করে তিনি আরাধ্যদেব শ্যামসুন্দরের নব মেঘকান্তি রূপের ধ্যান করছিলেন। কিন্তু তিনি যতবারই শ্যামরূপ দেখতে চেষ্টা করছিলেন, ততবারই গৌররূপ দর্শন করেন।

আজানু লম্বিত ভুজ এক নব ন্যাসীরাজ
রসভূপ মানস মোহন
গৌর রূপে আলো করি হৃদি সিংহাসনোপরি
বর্ষি করে সর্বস্ব হরণ

– তিনি ছিলেন সমস্ত সন্ন্যাসীর রাজা। তাঁর বাহুদ্বয় হাঁটু অবধি দীর্ঘ ছিল। তিনি সমস্ত রসের আলয় এবং মনমোহন। চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে সেই গৌররূপ রামানন্দ রায়ের হৃদয় আসনে উপবেশন করে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছিল।

ব্যাকুল হৈয়া রায় নয়ন মেলিয়া চায়
দেখে ঘাট ছাড়ি কত দূরে
বসি জল সন্নিধানে করে নাম সংকীর্তনে
চিতচোরা সেই ন্যাসী বরে

– ব্যাকুলিত চিত্তে রায় নয়ন উন্মিলিত করে দেখলেন ঘাটের অদুরে নদী সন্নিধানে সেই ন্যাসীশিরোমনি নাম সংকীর্তন করছেন।

সূর্যশত সম জ্যোতি উজ্জ্বল কনক কান্তি
পরিধানে অরুন বসন
সুবলিত দীর্ঘ কায় ধৈরজ ধরিতে পারে
মনপ্রান হৈল উচাটন

– তিনি শত সূর্যসম জ্যোতির্ময়। তাঁর বিশুদ্ধ সুবর্ণকান্তিময় দেহে অরুণ বর্ণের পরিচ্ছদ। তাঁর দেহ সুগঠিত ও দীর্ঘ। ন্যাসীরাজকে দর্শন করে তার মন ও প্রাণ এতই অস্থির হয়েছিল যে, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলেন না।

প্রানপণে প্রান ধনে আসি পড়ে শ্রীচরণে
করিলেন আত্মসমর্পন
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলি আলিঙ্গিতে কুতুহলী
ন্যাসী পুছে তুমি রামানন্দ

☞



॥ চিত্রকার: অজ্ঞাত ॥

॥ রামানন্দ রায়ের মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন ॥

– তিনি প্রবল আগ্রহে তাঁর (সন্ন্যাসীর) পাদপদ্মে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পন করলেন। "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" বলে সেই সন্ন্যাসী পরমানন্দে তাকে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি রামানন্দ?"

তেঁহ কহে সেই হও চরনে শরণ চাও
তব দাসাধম শূদ্র মন্দ
ন্যাসী মনি তা শুনিয়া দু বাহু পসারিয়া
রামানন্দে হৃদয়ে ধরিলা

– রামানন্দ উত্তরে বললেন, "এই অধম শূদ্র আপনার দাস এবং আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করছে।" এই বাক্য শ্রবণ করে ন্যাসীমনি দুই বাহু প্রসারিত করে রামানন্দকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করলেন।

সহজ প্রেম উদ্দিপনে প্রভু ভৃত্য দুই জনে
অচেতন ভূমিতে পড়িলা
কম্প অশ্রু পুলক গায় দোঁহে ভুমে গড়ি যায়
বিস্ময় মনে সব জানে

– প্রেমাবিষ্ট হয়ে দুইজন অচেতন হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। কম্প, অশ্রু ও পুলকাবৃত দেহে দুজন ভূমিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। তা দেখে সকলে মনে মনে বিস্মিত হয়।

রস প্রেম সিন্ধু জনে রায় তরঙ্গিনী মিলে
কল্লোল ভাসিল ত্রিভূবনে
গোদাবরী নদী তীরে সেই রাত্রে বিপ্র ঘরে
নিরজনে মিলন দোঁহার

– তাদের মিলনের ফলে প্রেমরস তরঙ্গে ত্রিজগত প্লাবিত হয়। সেই রাত্রে তাঁরা নির্জনে গোদাবরী তটে এক বিপ্র ঘরে একত্রিত হন।

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ কথা রায় বক্তা প্রভু শ্রোতা
বয়ে যায় প্রেমের পাথার
প্রেমসিন্ধু গৌর রায় রায় মেঘ বরিষয়
সিন্ধু তাহে রত্ন আলয় হৈলা

– সেই কৃষ্ণকথায় প্রেমসমুদ্র প্রবাহিত হয়, যাতে রায় রামানন্দ ছিলেন বক্তা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ছিলেন শ্রোতা। গৌররায় ছিলেন প্রেমসমুদ্র, আর রামানন্দ রায় তাতে মেঘরূপে কৃষ্ণকথারূপ রত্নরাজি বর্ষণ করছিলেন।

পহিলেহি পদ শুনি আবেশেতে ন্যাসীমনি
রামরায়ের মুখ আচ্ছাদিলা
ইষ্টগোষ্ঠী সমাপন করে জোড়ে নিবেদন
করে রায় গৌরাঙ্গ চরনে

– 'পহিলেহি রাগ' এই শ্লোক শ্রবন করে ন্যাসীমনি ভাবে উদ্বেলিত হয়ে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করেন। ইষ্টগোষ্ঠী শেষে রামানন্দ রায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে মিনতি করেন। ['পহিলেহি রাগ'- (চৈচ মধ্য ৮/১৯৪) শ্লোকটি রামানন্দ রায় রচনা করেন। এতে রাধাকৃষ্ণের মিলনের প্রেম পরাকাষ্ঠা বর্ণিত আছে।]

যে তত্ত্ব স্ফুরালে মোরে ব্রহ্মাদিরও অগোচরে
আমি কভু না জানি স্বপনে



।। চিত্র সংগ্রহকারী: ভক্ত চার্লস ।।

।। জগন্নাথ পুরীর গম্ভীরা যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থান করে ছিলেন ।।

কলিতে সন্ন্যাসী বেশে মোরে দেখা দিলে এসে
এবে হেরি শ্যামগোপরূপ

– আপনি আমার মাঝে যে তত্ত্ব স্ফুরিত করলেন তা ব্রহ্মাদিরও অগোচর, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনি সন্ন্যাসী বেশে এসেছিলেন, কিন্তু এখন আমি আপনার শ্যামবর্ণের গোপরূপ দর্শন করছি।

স্বর্ণ পঞ্চালিকা ঢাকা মুরলী বদন বাঁকা
একি তব লীলা অপরূপ
প্রভু কহে তাহা শুনি তুমি ভক্ত চূড়ামনি
সর্বভূতে কৃষ্ণ দরশন

– সোনালী চাদরে আচ্ছাদিত সেই ত্রিভঙ্গরূপটি মুরলী বাজাচ্ছে। আপনার লীলা কত অপরূপ! একথা শুনে প্রভু বললেন, "তুমিতো ভক্ত চূড়ামনি, তাই সর্বভূতে তুমি কৃষ্ণ দর্শন কর।"

রাম কহে গৌরহরি ছাড় তুমি ভারিভুরি
নিজরূপ না কর গোপন
এবে প্রভু মৃদু হাসি গূঢ়রূপ পরকাশি
প্রিয় রামানন্দে দেখাইলা

– রামানন্দ রায় তখন বললেন, "হে গৌরহরি! তুমি আর ছলনা করো না। নিজেকে আর গোপন করো না।" প্রভু তখন স্মিত হেসে নিজের গূঢ় রূপ প্রকাশ করলেন।

রসরাজ মহাভাব দুই তনু অভিনব
স্বরূপ রহস্য প্রকাশিলা
বিবর্তে বিবর্ত রঙ্গ তাহাতে বিলাস রঙ্গ
হেরি রায় মূরছিত ভেল

– ভগবান তখন রসরাজ ও মহাভাব দুই স্বরূপ প্রকাশ করেন। পরে সেই দুই রূপ আবার একত্রিত হয়। তা দেখে রামানন্দ মূর্চ্ছিত হয়ে যায়।

পরশে চৈতন্য দিয়া রামরায়ে উঠাইয়া
মহানন্দ সিন্ধু উথলিল
আজ্ঞা দিয়া আনি তারে নীলাচলে চোরা ঘরে
অন্তরঙ্গ রস আস্বাদনে

– শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে স্পর্শ করে তাঁর চেতনা ফেরালেন। তারপর মহাপ্রভু রামানন্দকে আজ্ঞা দিয়ে নীলাচলের গোপন প্রকোষ্ঠে নিয়ে এলেন, যেখানে তারা রস আস্বাদন করতেন।

প্রেম বৈচিত্র লীলা মিলনে মিলা অমিলা
ভাবোচ্ছ্বাসে নিশি জাগরণ
বলে সখী ও বিশাখা কোথা সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
এনে দেখা নহে প্রাণ যায়

– [নীলাচলে] তাঁরা প্রেমময় মিলন ও বিরহ লীলা আলোচনা করে ভাবাবিষ্ট হয়ে নিশি জাগরণ করতেন। [শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন] "হে প্রিয়সখী বিশাখা, কোথায় সেই ত্রিভঙ্গবঙ্কিম রূপ? তাকে আমার সম্মুখে নিয়ে এস, আমি আর বাঁচতে পারছিনা।"

রায় কহে বিনোদিনী কেন হৈলা উন্মাদিনী
এই বাজে মধুর বাঁশরী
ধৈর্য ধরহ রাই চল বৃন্দাবনে যাই
মিলাইব শ্যাম বংশীধারী

– রামানন্দ রায় বললেন, "হে বিনোদিনী, তুমি কেন উতলা হয়েছ? এই যে, মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ কর। হে রাই! তুমি ধৈর্য ধারন কর। চল আমরা বৃন্দাবনে যাই। সেখানে আমি

তোমাকে বংশীধারী শ্যামসুন্দরের সাথে মিলিত করাব।

অবশেষে গৌরহরি রায় স্বরূপের করে ধরি
চল সখি বিলম্ব না সয়
চল ত্বরা বৃন্দাবনে পরাণ বধূঁয়া বিনে
দেহে মোর প্রাণ নাহি রয়

– সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে, গৌরহরি রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের হাত ধরে বলেন, “চল যাই। আমি আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছি না। চল আমরা এক্ষুনি বৃন্দাবন যাই। প্রাণবন্ধু বিনে আমি আর প্রাণে বাঁচতে অক্ষম।”

রায় স্বরূপের সহচরী লয়ে গৌর রাসেশ্বরী
গোপীনাথ সমীপেতে যায়
হেরি গৌরা গোপীনাথ মনে পাইনু প্রাণনাথ
ভাবোল্লাসে বামেতে দাণ্ডায়

– রায় ও স্বরূপের সঙ্গে রাসেশ্বরী (রাধিকা) গৌরহরি [টোটা] গোপীনাথে গেলেন। গোপীনাথকে দর্শন করে গৌরহরি ভাবলেন, “আমি প্রাননাথকে পেয়েছি।” ভাবের উল্লাসে তিনি তাঁর বামভাগে অবস্থান করেন।

ভাবনিধি গৌর হরি রায় ভাব পুষ্টিকারী
ভাব বুঝি করয়ে সেবন
আপন নাটক গীতি শুনয় সতত নিতি
সুখে গোরা করে আস্বাদন

– গৌরহরি হচ্ছেন ভাবের সমুদ্র, আর রায় প্রতিনিয়ত সেই ভাব পুষ্ট করেন। গৌরহরির ভাব বুঝে তিনি সেবা সম্পাদন করেন। প্রতিনিয়ত তিনি নাটক ও গীত রচনা করতেন, যা গৌরহরি পরমসুখে আস্বাদন করেছিলেন।

গৌরাঙ্গের পরান বন্ধু রামরায় গুনসিন্ধু
একবিন্দু জগত ডুবায়
অর্জুন অর্জুনা যায় করি নিত্য সমাশ্রয়
গৌর লীলামৃত আস্বাদয়

– গৌরাঙ্গের প্রাণবন্ধু রায় রামানন্দ গুণের সমুদ্র, যার একবিন্দু সমগ্র জগতকে প্লাবিত করে। তাঁর মাঝে অর্জুন এবং অর্জুনীয়া রয়েছেন, এবং তিনি গৌরাঙ্গের লীলা আস্বাদন করছেন।

[দ্রষ্টব্য: গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (১২০) শ্লোকে শ্রীল কবি কর্ণপুর বলেছেন, রামানন্দ রায় হচ্ছেন পাণ্ডব অর্জুন এবং গোপসখা অর্জুন। কয়েকটি শ্লোক পরে (১২৩), তিনি বলছেন রামানন্দ হচ্ছেন অর্জুনীয়া গোপী। তাই এই পয়ারে রামানন্দ রায়কে অর্জুন এবং অর্জুনীয়া গোপীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।]

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের দ্বারে জানাইলা জগতেরে
নিজ রামানন্দের মহিমা
রাজা প্রতাপরুদ্র রায় যার কৃপায় গৌরপায়
তার গুণের কবে পাইবে সীমা

– প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মহিমা এ জগকে ব্যাপ্ত করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁর কৃপায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তার গুণের সীমা কে জানতে পারে?

জয় রামানন্দ রায় কৃপা করে অমায়ায়
একবিন্দু গৌরাঙ্গে মতি দিয়া
গম্ভীরার গুপ্তধনে ধনী কর নিজ গুনে
কহে দীন দ্বিজ অভাগিয়া

– রামানন্দ রায়ের জয় হোক! আমাকে কৃপা করে গৌরাঙ্গে একবিন্দু মতি দান করুন। কৃপা করে গম্ভীরার গুপ্তধনে আমাকে ধনী করুন! এটিই অধম ও মন্দভাগ্য দ্বিজের আবেদন।

[দ্রষ্টব্য: এই গীতির লেখকের পরিচয় স্পষ্ট নয়। দৈন্যবশত লেখক হিসেবে নিজের পরিচয় প্রদানে ঔদাসীন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের মধ্যে বিরল নয়। ‘দ্বিজ’ ভণিতায় পদাবলী কীর্তন রচয়িতা মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে যে কাউকে বোঝানো হতে পারে, যেমন গোবিন্দমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র, গীতগোবিন্দের অনুবাদক দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ, গোবিন্দলীলামৃত রচয়িতা দ্বিজ শঙ্কর প্রমুখ ‘দ্বিজ’ নামযুক্ত অসংখ্য ভক্ত। আবার এটাও সম্ভব যে রচয়িতা নিজের নাম বাদ দিয়ে কেবল নিজের ব্রাহ্মণ বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন।]

– শ্রীশ্রীপরিকরগণের মহিমা সূচক, সংকলক কিশোরী দাস বাবাজী, বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হালিশহর, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা ৬৫-৭২।

SRI KRISHNA KATHAMRITA BINDU

A free bi-monthly service provided by:

Gopal Jiu Publications
c/o Sri Krishna Balarama Mandir
National Highway No. 5
IRC Village
Bhubaneswar, Odisha, India 751015

Email: katha@gopaljiu.org
Website: www.gopaljiu.org
Subscriptions: minimag@gopaljiu.org

Gopal Jiu Publications is a section of the International Society for Krishna Consciousness, Founder-Acharya: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.